দৈনিক ইনকিলাব

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ ... 11 APR 1989 ...
পৃষ্ঠা... ... ... কলাম...3.. ...

শিক্ষাঙ্গনে

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষার গুরুত্ব

সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩য় শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ধর্মীয় শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেছেন। প্রয়োজনীয় উপকরণ ও ধর্মীয় শিক্ষকের অভাবে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ধর্মীয় শিক্ষা সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব হচ্ছে না। প্রথম শ্রেণী থেকে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত ইসলাম ধর্ম বিষয়ে মৌখিকভাবে সাধারণ জ্ঞানদান কার্যক্রম চালু রয়েছে। ৩য় শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ইসলাম ধর্ম পাঠ্য পুস্তকে কিছু আরবী সংযোজন রয়েছে। বাংলা ভাষায় ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞানদানের ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত সহায়ক তবে এর জন্যে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন প্রত্যেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপযুক্ত ধর্মীয় শিক্ষকের।

প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান অর্জিত না হলে কোমলমতি শিশুরা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পদার্পণ করে তাদের পক্ষে ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করা কঠিন হয়ে পড়বে। সরকার মাধ্যমিক পর্যায়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে আরবী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। সে জন্য অন্যান্য পাঠ্য বিষয়ের পাশাপাশি সর্বাগ্রে প্রয়োজন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইসলাম ধর্ম বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা। সুতরাং দেখা যায় যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ই ইসলাম ধর্ম বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান লাভের উপযুক্ত সময় শুধু মাত্র ইসলাম ধর্ম কেন? হিন্দু ধর্মের কথাও একই সাথে বলা যায়। কোমলমতি শিশুরা ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যমে ন্যায়-নীতি আচার-ব্যবহার, আদব-কায়দা, নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলাবোধ, ভাতৃত্ববোধ, ধর্মানুরাগ, পাপ কাজে ভীতি সঞ্চার প্রভৃতি শিক্ষা পায় যা তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের পথের পাথেয় হয়ে থাকবে। প্রাথমিক শিক্ষাই সকল শিক্ষার ভিত্তিস্থল। এ ভিত্তি শক্ত ও মজবুত না হলে পরবর্তী জীবনে শিক্ষার ক্ষেত্রে আশু ফল লাভ করা যায় না। তাই বলা হয় প্রাথমিক শিক্ষাই সকল শিক্ষার বুনিয়াদ।

দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে এমন অনেক প্রাথমিক শিক্ষক রয়েছেন, যারা ইসলাম ধর্ম পাঠ্য পুস্তকে সংযোজিত আরবী পড়তে ও লিখতে জানেন না। এর সংখ্যা শতকরা ৮০ জন। আর শতকরা ২০ জন শিক্ষক এ বিষয়ে পারদর্শী। এ পারদর্শিতা বিদ্যালয় অনুপাতে অপ্রতুল। এ ব্যবস্থায় আমাদের দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ধর্মীয় শিক্ষা দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

হিন্দু শিক্ষক ইসলাম ধর্ম পাঠ্য বিষয়ে পাঠদান করতে পারেন না। মুসলমান শিক্ষকদের বেলায়ও হিন্দু ধর্ম বিষয়ে পাঠদান করতে অসুবিধা পোহাতে হয়। শিক্ষক স্বল্পতার দরুন অনেক বিদ্যালয়ে যে শিক্ষক যে বিষয়ে পারদর্শী সে বিষয়ের উপর ক্লাস রুটিন করা যায় না। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার সার্বিক মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিষয়ওয়ারী শিক্ষকের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অধিক।

যিনি ইংরেজীতে পারদর্শী তাকে শুধু ইংরেজী ক্লাসই দিতে হবে। আর যিনি গণিতে পারদর্শী তাকে শুধু গণিত ক্লাসই দিতে হবে। এই ব্যবস্থায় প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ করে যিনি যে বিষয়টির উপর পাঠদান করবেন, তাকে সেই বিষয়টির উপরই সরকারী ব্যবস্থার অধীনে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে বিষয়ওয়ারী শিক্ষক তৈরী করতে হবে। এক এক পাঠ্য বিষয়ের জন্য উপযুক্ত শিক্ষক তৈরী করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠদান করলে তাতে কোমলমতি শিশুরা অধিক লাভবান হবে।

বিদ্যালয়ে শিক্ষক সংখ্যার উপর নির্ভর করে বিষয়ওয়ারী ক্লাস রুটিন করার ব্যবস্থা নিতে হবে। এ ব্যবস্থায় বিদ্যালয়ে ছাত্র বৃদ্ধি ও শিক্ষার মান উন্নয়ন এবং শিশুর জীবন বিকাশের ক্ষেত্রে অধিক ফল লাভ হবে।

—এস. এম. শামসুল হক